সমকাল

তারিখ 09 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

বরিশালের ১০ উপজেলা

দেড় শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ঝুঁকিপূর্ণ

■ বরিশাল ব্যুরো

জেলার ১০ উপজেলায় দেড় শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হচ্ছে। এসব ভবন সংস্কারের জন্য বছরের পর বছর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি আদান-প্রদান করা হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

নদীবেষ্টিত মেহেন্দীগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলায় ৫৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে। মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আক্তারুজ্জামান মিলন জানান, তার উপজেলায় ১০টি বিদ্যালয় অতিঝুঁকিপূর্ণ আর ২৫টি বিদ্যালয় সাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ। উপজেলাটি নদীবেষ্টিত হওয়ায় নদীভাঙন ঝুঁকিতে রয়েছে কয়েকটি বিদ্যালয়। চরগোপালপুর উত্তর-পশ্চিম কাজীরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক অংশ এরই মধ্যে নদীতে বিলীন হয়ে গেলে পাশে টিনের ঘর তুলে পাঠদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। একই অবস্থা উপজেলার কাজীরহাট থানার লতা ইউনিয়নের আশুলি সন্তোষপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের। সম্প্রতি বাহেরচর, শ্রীপুর ও উলানিয়া ইউনিয়নে নদীভাঙন বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই দুই ইউনিয়নের কয়েকটি বিদ্যালয় হুমকির মুখে রয়েছে বলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান।

মুলাদী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রিয়াজ আলম জানান, এ উপজেলায় ১৩টি বিদ্যালয় সাধারণ ঝুঁকিতে ও পাঁচটি অধিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে দুটি রয়েছে নদীভাঙনের ঝুঁকিতে। নদীভাঙনের মুখে সফিপুর ইউনিয়নের চরমালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পশ্চিম চরওয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এরই মধ্যে পার্শ্ববর্তী স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানে টিনের ঘর তুলে কোনোরকমে পাঠদান চালানো হচ্ছে।

হিজলা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুনীল চন্দ্র দাস জানান, তার উপজেলায় ছয়টি বিদ্যালয় ভবন অতিঝুঁকিতে। এসব স্কুল ভবন মেরামতের জন্য বারবার চিঠি দেওয়া হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কয়েকজন অভিভাবক জানান, শ্রেণিকক্ষগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বর্তমানে তারা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন।

গৌরনদী উপজেলার পশ্চিম বার্থি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, এ বিদ্যালয়ের আধাপাকা ভবন জরাজীর্ণ। ওপরের টিন ও দেয়াল বেয়ে বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে যায় শ্রেণিকক্ষ। উপজেলার আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের একই অবস্থা বলে জানান তিনি।

আগৈলঝাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সিরাজুল ইসলাম তালুকদার জানান, উপজেলার ১৫টি অধিক ঝুঁকিপূর্ণসহ মোট ২৩টি বিদ্যালয়কে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে সরকারিভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো সংস্কার ও নতুন ভবন নির্মাণের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এ ছাড়া সদর উপজেলা, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর, বানারীপাড়া, বাকেরগঞ্জের অনেক স্কুল ভবনই জরাজীর্ণ।

বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন জাহান বলেন, প্রতি মাসেই উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা পাঠানো হয়। ওই তালিকা তারা ঢাকায় প্রেরণ করেন। তবে বিদ্যালয়ের ভবনগুলো সংস্কারের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী রাজ কুমার গাইন বলেন, আগে এলজিইডির মাধ্যমে স্কুল ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ করা হতো। এখন সরকার 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প' (জিপিএসডিপি) এবং রেজিস্ট্রিকৃত স্কুলগুলো জাতীয়করণের পর 'নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পে'র (এনএনজিপিএসডিপি) আওতায় নতুন ভবন নির্মাণ ও সংস্কারকাজ হচ্ছে। প্রকল্প দুটির কাজ শুরু না করায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো নির্মাণ বা সংস্কারকাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রকল্পের কাজ শুরু হলেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উল্লেখিত ভবনের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।